১২.১.১ উম্মা বা উম্মত

৬১০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ রমজান হিরা গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন মহানবীর কাছে স্বর্গীয় দূত (ফেরেশতা) জিব্রাইল (আঃ) মারফত কোরান শরিফ অবতীর্ণ হয়। এর পরবর্তী ২৩ বছর ধরে কোরানের বিভিন্ন আয়াত বা ঐশীবাণী প্রেরিত হয়, যার সংকলন পবিত্র কোরান শরিফ নামে খ্যাত। কোরান অবতীর্ণ হওয়ার কিছুদিন পরে হজরত মুহম্মদের কাছে নির্দেশ প্রেরিত হয়—"হে আমার রসুল, তোমাকে তোমার প্রভু যা দান করেছেন, তা প্রচার কর।" নবুয়ত প্রাপ্তির পর হজরত মুহম্মদ (সঃ) বিপথগামী মক্কাবাসীদের কাছে ইসলামের প্রচার শুরু করলেন। তিনি বললেন—"আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টিকর্তা। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তা আবার ফিরিয়ে নেন। তাঁর মতো আর কেউ নেই।" তাঁর বাণী শুনে যাঁরা তাঁর অনুসারী শিষ্যে পরিণত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন তাদেরকে বলা হয় উম্মত বা উম্মা।

সর্বপ্রথম হজরত মুহম্মদের স্ত্রী বিবি খাদিজা ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর উম্মায় পরিণত হন। এরপর একে একে আবু বকর, আলি ও যায়েদসহ কুড়িজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। পরবর্তীতে সাদ বিন আবি, হজরত ওসমান, তালহা, আব্দুর রহমান বিন আউফ, আবু ওবাইদা এবং ক্রীতদাস বেলাল ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হন। এর তিন বছর পরে ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে হজরত মুহম্মদ প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ পেলেন আল্লাহ পাকের (ঈশ্বর) কাছ থেকে। এরপর তিনি কোরায়েশ গোষ্ঠীকে সাফা পাহাড়ের কাছে সমবেত করে বললেন যে, "আমি আপনাদের কঠিন শাস্তির সতর্ককারী, আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন সকল আত্মীয় স্বজনদের সতর্ক করি।" আমি শুধু বলতে চাই—"আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।"

এই ঘটনার পর মুহম্মদ আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সকলকে ইসলাম গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। পরবর্তী চার বছরে মক্কার বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করায় নবদীক্ষিতদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পর্বে মক্কার কোরায়েশগণ হজরত মুহম্মদের তীব্র